

উত্তম চর্চা বিষয়ক প্রতিবেদন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ঃ

উত্তম চর্চা নং-১

উত্তম চর্চার শিরোনামঃ

ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত তথ্য জনগনের দাড়গৌড়ায় পৌঁছে দেয়া এবং বিভিন্ন সমস্যাসমূহের তাৎক্ষণিক সমাধান।

উত্তম চর্চার বিবরণঃ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান জনগনের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাছাড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত জনকল্যাণমূলক তথ্য প্রচার করে যাচ্ছে।

প্রমাণকঃ



উত্তম চর্চা নং-২

উত্তম চর্চার শিরোনামঃ

সেবা সহজিকরণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২ টি ম্যানুয়াল সেবাকে ই-সেবায় রূপান্তর করে সেবা সহজিকরণ করেছে।

উত্তম চর্চার বিবরণঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ম্যানুয়াল সেবাকে ই-সেবায় রূপান্তরের কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের কনফারেন্স রুম বুকিং এবং লসিস্টিক সাপোর্টের জন্য ২ টি ই-সেবা ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে।

প্রমাণকঃ

← → ↻ Not secure | lscb.mofl.gov.bd/dof_admin/?page_url=user/user_dashboard English MOFL Log Out

Welcome to Dashboard

+ Logistic Support System

Date	Name	Section	View
2018-02-18	উপসচিব	প্রশাসন-১	View
2018-02-07	উপসচিব	প্রশাসন-১	View
2018-02-04	উপসচিব	প্রশাসন-১	View
2018-01-29	উপ.সচিব	প্রশাসন-১	View
2018-02-10	MOFL	প্রশাসন-১	View
2018-01-30	সিডেম এনালিস্ট	সাইবিসিট সেল	View

+ Product Stock

Product Name	Total Purchase	Total Use	Stock
A4 স্টিক কাগজ	84	2	82
Fire Well	0	0	0
Laptop	0	0	0
Motherboard	0	0	0
Pen	0	1	-1
Processor Core i5	0	0	0

← → ↻ Not secure | lscb.mofl.gov.bd/dof_admin/?page_url=conference_room_booking/show_conference_room_booking&status=1 English MOFL Log Out

View Conference Room Booking

+ View Conference Room Booking

5 records Search:

Apply User Name	Booking Code	Organization Name	Event	Edit/ Delete
MOFL	0-0-20180103-2	আইসি-১		Edit/ Delete
MOFL	0-0-20180107-9	ICT		Edit/ Delete
MOFL	(19),46)-20180118-14	প্রশাসন-১		Edit/ Delete
উপ.সচিব-১	0-0-20180103-5			Edit/ Delete
উপ.সচিব-১	0-0-20180109-10			Edit/ Delete

Showing 1 to 5 of 7 entries

তাহাড়া নিম্নলিখিত কাজগুলো বিশেষ সফলতার সাথে করা হচ্ছে;

১। পেনশন কেস সময়মত নিষ্পত্তি।

২। সময়মত বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোনসহ ইত্যাদি বিল পরিশোধ।

মৎস্য অধিদপ্তরঃ

উত্তম চর্চা নং-১

উত্তম চর্চার শিরোনামঃ

ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আইসিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাসমূহের তাৎক্ষণিক সমাধান।

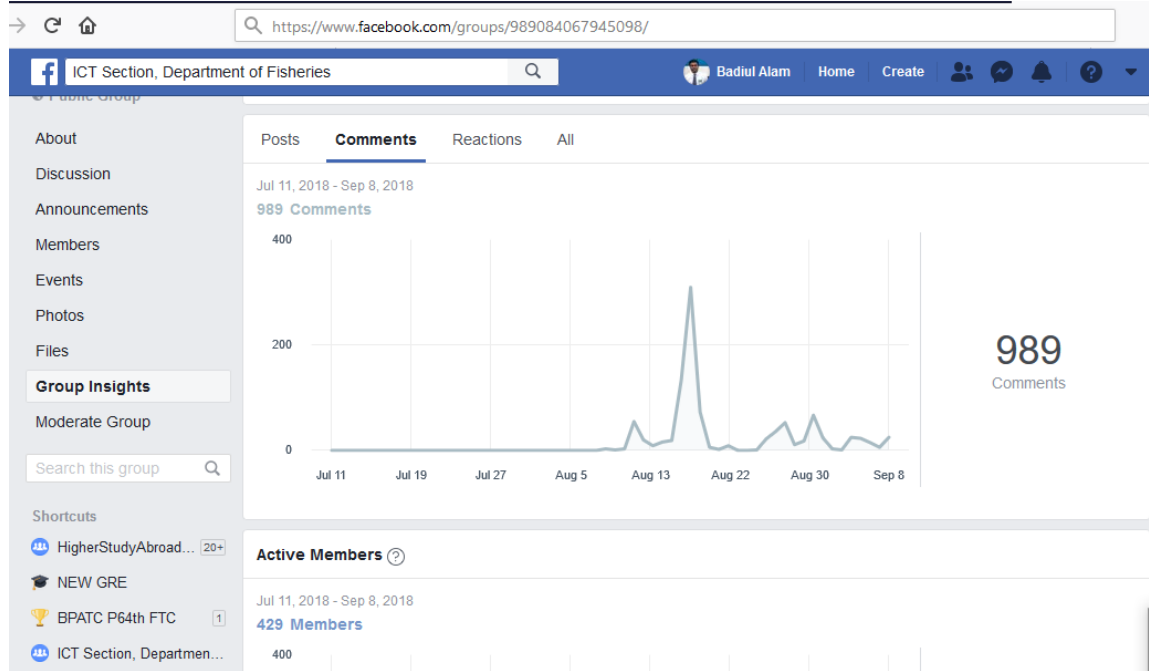
উত্তম চর্চার বিবরণঃ

মৎস্য অধিদপ্তরের আইসিটি শাখা বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে থাকে। যেমনঃ পিডিএস সংক্রান্ত, ওয়েব মেইল সংক্রান্ত, ডিজিটাল ফোনবুক অ্যাপস সংক্রান্ত, ইনোভেশন সংক্রান্ত, ওয়েব পোর্টাল ব্যবস্থাপনা, রিপোর্ট অটোমেশন ইত্যাদি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, যার বাস্তবায়ন করতে গেলে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আইসিটি সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে বয়ো জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে আইসিটি ভীতি রয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে যে, অপেক্ষাকৃত নবীন কর্মকর্তাগণ ফেসবুকে সরকারী বিভিন্ন পেইজে সরব থাকেন। বিষয়টি লক্ষ্য করে সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সেবাপ্রদানের লক্ষ্যে অফিসের পত্রযোগাযোগের বাহিরে এসে ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত তরুণ কর্মকর্তাগণকে নিয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের আইসিটি শাখা সেবার অভিপ্রায়ে ICT Section, Department of Fisheries নামে ফেসবুক গ্রুপ খোলা হয়। এ গ্রুপের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পিডিএস আপডেটকরণ কাজটিতে সর্ব প্রথম হাত দেয়া হয়। তখন প্রায় ২০০ জন ক্যাডার কর্মকর্তার পিডিএস নিবন্ধন করে তথ্য আপডেট করে ছিলেন। মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত গ্রুপের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে ৬০৪ জন ক্যাডার কর্মকর্তা পিডিএস এ নিবন্ধন সম্পন্নকরতঃ পিডিএসে তথ্য আপডেট করেছেন। এ গ্রুপের আরো সাফল্য হচ্ছে, মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন ওয়েব মেইলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতঃ ওয়েবমেইল চালুকরণে সহায়তা করা হয়েছে এবং বর্তমানে চলমান রয়েছে। অন্যদিকে, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডিজিটাল ফোনবুকটি দীর্ঘদিন অব্যবহৃত ছিল। এ গ্রুপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের ফলে অধিদপ্তরের বেশির ভাগ কর্মকর্তা ফোনবুকটি বর্তমানে ব্যবহার করছেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেট করছেন। ফলে ICT Section, Department of Fisheries ফেসবুক গ্রুপটি একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

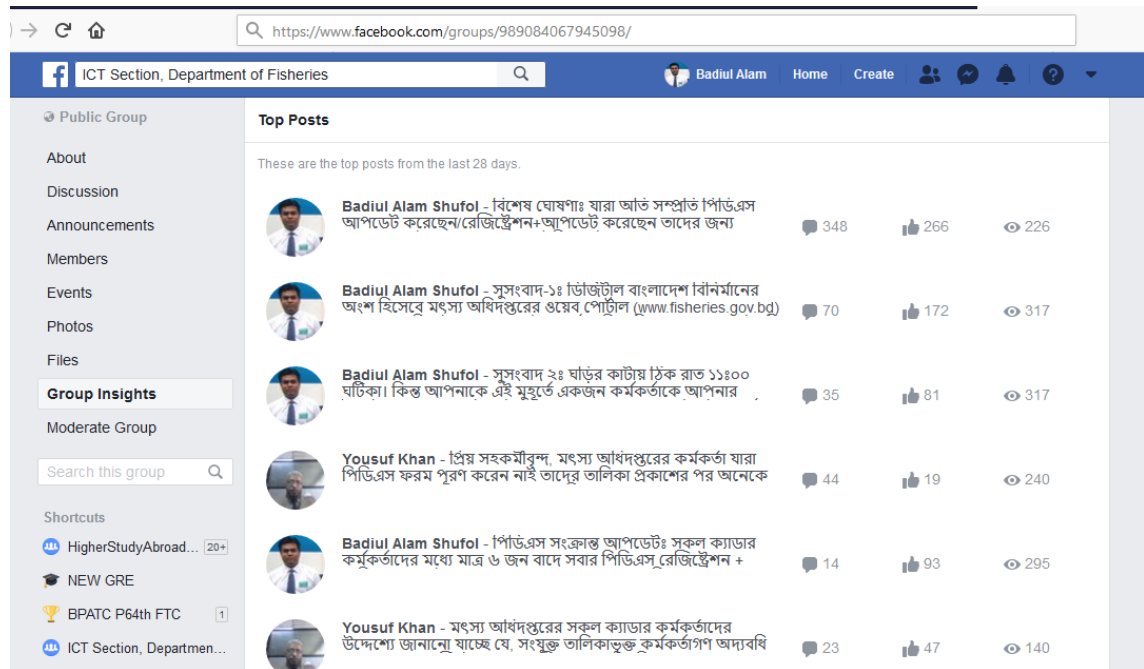
প্রমাণকঃ



চিত্রঃ ICT Section, Department of Fisheries এর ফেসবুক গ্রুপ



চিত্রঃ গ্রাফে প্রদর্শিত সেবার সংখ্যা



চিত্রঃগ্রুপের তথ্য বিনিময়, গ্রুপ কমেন্ট, লাইকএবং পোস্ট ওয়াচ সংখ্যা

উত্তমচর্চা নং-২

উত্তম চর্চার শিরোনামঃ

মৎস্যচাষি ও উদ্যোক্তাদের অধিকতর কার্যকরী ও উন্নতমানের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিমাসে মৎস্য পরামর্শ দিবস পালন।

উত্তম চর্চার বিবরণঃ

উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের একজন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা রয়েছে। সাপ্তাহিক ছুটি বাদে মাসে প্রায় ২২টি কর্মদিবস রয়েছে। এর মধ্যে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে প্রায়শই জেলা পর্যায়ে ও অন্যান্য বিভাগীয় কাজে অফিসের বাহিরে থাকতে হয়। ফলে পরামর্শ সেবার জন্য আগত মৎস্যচাষিদের প্রায়ই সেবা না পেয়ে ফিরে যেতে হয়। এ অবস্থা উপলব্ধি করে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্ধর্তন কর্মকর্তাগণ মাসে একটি নির্দিষ্ট দিনে দিনব্যাপী চাষিদের পরামর্শ প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করার সিদ্ধান্ত নেয়। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তার সুবিধা মত দিনে (প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট দিন) মাইকিং এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণে আগ্রহী মৎস্যচাষিদের অফিসে আমন্ত্রণ জানায়। নির্ধারিত দিনে সেবা প্রদান করা হয় বিধায় চাষিদের অফিস ভিজিট কমে যাওয়ায় তাদের ভোগান্তি ও যাতায়াত ব্যয় কমে এবং মৎস্যচাষিদের সেবা গ্রহণ অধিকতর সহজ হয়।

উল্লেখ্য, মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ৫নং কলামের মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান ও মৎস্য খামার পরিদর্শন কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের পাশাপাশি উপরোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। APA লক্ষ্য মাত্রা মোতাবেক গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১০৭৫০০ জনকে সেবা দেয়ার কথা থাকলেও মৎস্য অধিদপ্তর ১০৭৬৬৭ জনকে সেবা প্রদান করেছে। বর্তমান অর্থ বছরে APA লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ১০৯০০০, সে মোতাবেক আগষ্ট ২০১৮ পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তর ১৬৮৮০ জন সেবা প্রার্থীকে সেবা প্রদান করেছে।

প্রমাণকঃ



চিত্রঃ মৎস্য পরামর্শ দিবসে নিজ অফিসে পরামর্শ প্রদান।



চিত্রঃ মৎস্য পরামর্শ দিবসে মাঠে মৎস্য অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের সেবা প্রদান।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ

উত্তমচর্চা নং-১

শিরোনামঃ মোবাইল এবস এর মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবা প্রদান।

বিবরণঃ প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান বিকাশের সাথে সাথে মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মান উন্নত হতে শুরু করেছে। বর্তমান সময়ের অন্যরকম আধুনিক প্রযুক্তি এক্সয়েড মোবাইল ফোন। এ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সহজেই আদান প্রদান করা যায়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রযুক্তিসমূহ মোবাইল এবসে ধারণ করে প্লে-স্টোরে সংযুক্ত করা হয়েছে। সেখান থেকে এবসটি ডাউনলোড দিলেই প্রাণিসম্পদ বিষয়ের বিভিন্ন তথ্য সহজেই জানা যাবে। এবসটিতে যে সকল তথ্য দেওয়া আছে চিকিৎসা, ভ্যাক্সিনেশন, বিভিন্ন প্রাণীর লালন-পালন ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ঘাস চাষ প্রভৃতি। সকল পর্যায়ের মানুষ এবসটি থেকে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য জানতে পারবে। ফলশ্রুতিতে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

প্রমাণকঃ যে কোন মোবাইল ফোন।

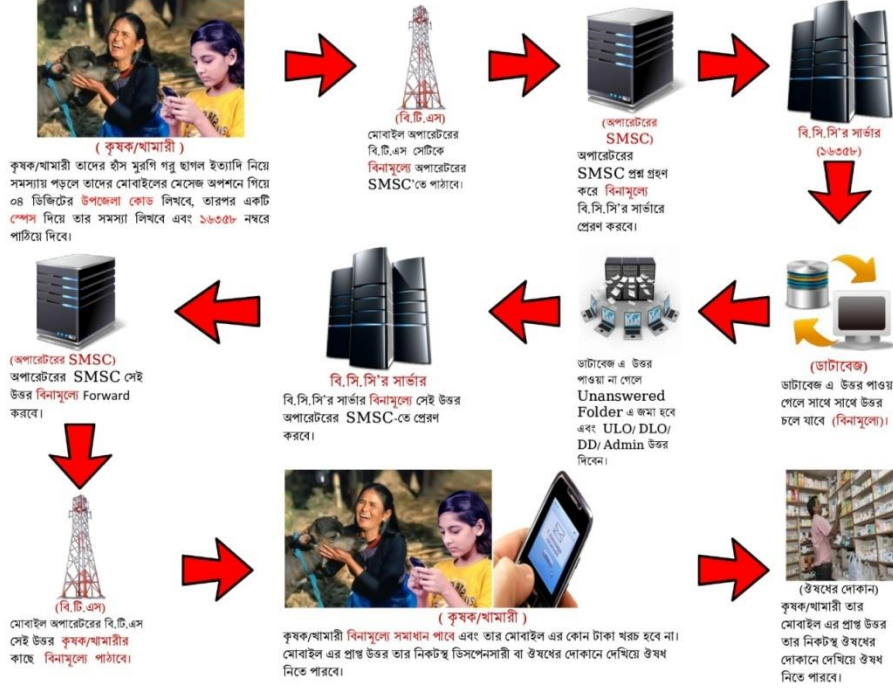
উত্তমচর্চা নং-২

শিরোনামঃ মোবাইল এসএমএস সার্ভিসের মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবা প্রদান।

বিবরণঃ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে সরাসরি চিকিৎসা সেবা পৌঁছে না, অর্থাৎ উপজেলা সদর থেকে অনেক দূরের অঞ্চলে, চরাঞ্চলে এবং দুর্গম এলাকার দরীদ্র কৃষক, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনকারী এবং অন্যান্য খামারীগণকে এসএমএম সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের সেবা প্রদান, খামার স্থাপন বিষয়ে কারিগরী তথ্যাদি ও পরামর্শ, হাঁস-মুরগির বাচ্চা, ডিম ইত্যাদি পাওয়ার তথ্য ও মূল্য, পশুপাখীর রোগ, লক্ষণ, প্রতিকার ও চিকিৎসা বিষয়ক তথ্যাদি প্রদান করা হয়ে থাকে। সেবা গ্রহীতার প্রাণিসম্পদ বিষয়ক যে কোন প্রশ্ন ১৬৩৫৮ নম্বরে পাঠালে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উত্তর চলে আসবে। এ সেবার মাধ্যমে মানুষের সেবা পেতে সময়, খরচ ও যাতায়ত হ্রাস পাবে। সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

প্রমাণকঃ যে কোন মোবাইল ফোন।

Flow Chart Diagram of Service Delivery of DLS Through SMS



উত্তমচর্চা নং-৩

শিরোনামঃ ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ সেবাকেন্দ্র স্থাপন।

বিবরণঃ দারীদ্রদুরীকরণসহ আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সারাদেশের মানুষ বিশেষ করে মহিলা ও প্রান্তিক কৃষক গবাদিপ্রাণি পালন করে থাকে। সরকারের সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে গ্রাম / ওয়ার্ড / ইউনিয়ন পর্যায়ে জনবলসহ সরকারী সেবা পৌঁছানু সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জরুরী ভেটেরিনারি সার্ভিস থেকে জনগণ বঞ্চিত হয়। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়স্থ এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগে “ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন” উদ্যোগটিকে স্বাগত জানায় এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে সুপারিশ করে। ৪০ টি উপজেলার ৪০টি ইউনিয়নে এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের স্থাপনায় একাধিকমুখী পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সেবাকেন্দ্রটিতে প্রাথমিক রোগের চিকিৎসাসহ ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমত জটিল রোগের চিকিৎসাসহ পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। এব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে সীমিত সংখ্যক লোকের গবাদিপ্রাণির সাধারণ রোগ সহ জটিল রোগের চিকিৎসা পেয়ে থাকে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সময়, চিকিৎসা ব্যয় ও যাতায়ত হ্রাস পেয়েছে। সীমিত সংখ্যক মানুষের হলেও ভোগান্তি কমেছে। গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগীর টিকা প্রদান এবং চিকিৎসা প্রদান বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যবস্থায় প্রাণির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

প্রমাণকঃ সংশ্লিষ্ট উপজেলা।

উত্তম চর্চা নং-৪

শিরোনামঃ ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদ্যোগের মাধ্যমে সেবাদান

বিবরণঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে আগত সকল পর্যায়ের মানুষের মাঝে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য প্রচারের মাধ্যমে প্রাণী সংরক্ষণ, উৎপাদন, সম্প্রসারণ, বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর পরিচিতি, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ঘাস চাষ, টিকার প্রাপ্যতা, চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য, উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ইত্যাদি দিনব্যাপী এলইডি টিভির মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাঠপর্যায় থেকে আগত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং খামারীদের যোগাযোগের সুবিধার্থে প্রাণিসম্পদের অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে একত্রিক বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

প্রমাণকঃ



বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটঃ

উত্তম চর্চা-১

শিরোনামঃ নব নির্মিত আধুনিক অপেক্ষাগার

বিবরণঃ বিএলআরআই একটি জাতীয় পর্যায়ে গবেষণা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। প্রাণসম্পদরে উন্নয়নের লক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা নবনব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে আসছে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রান্তিক খামারী, উদ্যোক্তা ও বিশেষজ্ঞগণ এ সব প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন আসন ব্যবস্থা ও স্থান না থাকার কারণে আগ্রহী খামারী ও উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন স্থানে অবাধে বিচরণ করেন। এতে করে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে বিএলআরআই এর উত্তম চর্চার কথা বিবেচনা করে প্রশাসনিক ভবনে একটি আধুনিক অপেক্ষাগার নির্মাণ কর হয়েছে। এই আধুনিক অপেক্ষাগার শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত এবং বিএলআরআই এর প্রযুক্তি গুলোর ভিডিও চিত্র প্রদর্শনীর জন্য একটি ডিজিটাল স্মার্ট টেলিভিশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অপেক্ষাগারের পাশে একটি অর্ডিন্যান্স কক্ষ রয়েছে যা থেকে তথ্য নিয়ে আগ্রহী খামারী ও উদ্যোক্তারা নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে পারে এবং তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।



চিত্রঃ (ক) অপেক্ষাগার



চিত্রঃ (খ) অপেক্ষাগার ভিতরাংশ

উত্তম চর্চা-২

শিরোনামঃ নব নির্মিত সৌচাগারঃ

বিবরণঃ বিএলআরআই এর প্রশাসনিক ভবনে পূর্বে কর্মকর্তা ও দর্শনার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত সৌচাগারের ব্যবস্থা ছিলো না। ইতোমধ্যে উত্তম চর্চার লক্ষ্যে বিএলআরআই এর প্রশাসনিক ভবনে কর্মকর্তা ও পরিদর্শনার্থীদের জন্য উন্নতমানের একটি সৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে নব নির্মিত সৌচাগারটিতে মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পাশাপাশি নামাজের জন্য ওয়ুর ব্যবস্থা রয়েছে।



চিত্রঃ (গ) সৌচাগার



চিত্রঃ (ঘ) সৌচাগারের ভিতরাংশ

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

উত্তমচর্চা নং-১

শিরোনামঃ দাপ্তরিক কাজে ই-মেইলের ব্যবহার

বিবরণঃ অনলাইনে ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদন সমূহ নিষ্পত্তি সহ কর্পোরেশনের তথ্যাদি আদান-প্রদান করা হয়। সকল বহিঃস্থ ইউনিট থেকে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের সকল চিঠিপত্রাদি আদান প্রদান করায় অতি দ্রুত চিঠি প্রাপ্তি নিশ্চিত সহ কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ডাক খরচ সাশ্রয় হচ্ছে।

উত্তমচর্চা নং-২

শিরোনামঃ সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার করে নাগরিক সমস্যার সমাধান।

বিবরণঃ কর্পোরেশনের দাপ্তরিক কাজে ফেসবুক পেইজ/আইডি ব্যবহার করা হচ্ছে। এত প্রকাশ্যযোগ্য দাপ্তরিক কাজ সমূহ প্রতিনিয়ত আপলোড করা হচ্ছে। এছাড়া প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহ নিয়মিত সমাধান করা হচ্ছে।

উত্তমচর্চা নং-৩

শিরোনামঃ বকেয়া বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানীর বিল প্রদান।

বিবরণঃ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় সহ বহিঃস্থ সকল ইউনিটের বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানীর বিল নিয়মিত পরিশোধ করা হয়।

উত্তমচর্চা নং-৪

শিরোনামঃ বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানীর (তেল/গ্যাস) এর সাশ্রয়ী/সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

বিবরণঃ বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানীর (তেল/গ্যাস) এর সাশ্রয়ী/সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সচেতন আছেন। সকলের কক্ষের ফ্যান, লাইট, এসি ইত্যাদি যথাসময়ে চালু ও বন্ধ করা হয়।

উত্তমচর্চা নং-৫

শিরোনামঃ ঠিকাদারের বিল প্রদান

বিবরণঃ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় সহ বহিঃস্থ সকল ইউনিটের বিভিন্ন কাজের ঠিকাদারের বিল নিয়মিত পরিশোধ করা হয়।

উত্তমচর্চা নং-৬

শিরোনামঃ কাপ্তাই লেকে মোবাইল মনিটরিং সেন্টার স্থাপন।

বিবরণঃ কাপ্তাই লেকের বিভিন্ন ভাসমান স্থানে মোবাইল মনিটরিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এতে প্রজনন মৌসুমে কাপ্তাই লেকের নির্জন জলাশয়ে বিভিন্ন স্থানে ডিম ওয়ালা মা মাছ আহরণ বন্ধ হয়েছে। এছাড়া লেকের অভ্যন্তরে বিদ্যমান মৎস্য অভয়াশ্রমে অবৈধভাবে মাছ শিকার বন্ধ সহ মৎস্য আইন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

উত্তমচর্চা নং-৭

শিরোনামঃ কাপ্তাই লেকে উৎপাদিত মাছ ডিজিটাল স্কেলে পরিমাপ করণ।

বিবরণঃ মাছের সঠিক পরিমাপ নিরূপন সহ মাছের গুণগত মান আগের চেয়ে আরও ভাল থাকে। অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ মাছ পরিমাপকরণ সহ ওজনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হয়েছে।

উত্তমচর্চা নং-৮

শিরোনামঃ অনলাইনে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিক্রয় কার্যক্রম

বিবরণঃ মাছের গুণগত মানে নিশ্চয়তা প্রদান এবং সময় ও শ্রম সাশ্রয় সহ স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাজারজাতকরণ অব্যাহত আছে।

উত্তমচর্চা নং-৯

শিরোনামঃ বিএফডিসি'র কর্তৃক ঢাকা শহরে কুটা মাছ (Dressed Fish) বাজারজাতকরণ।

বিবরণঃ মাছ কাটা-ধোয়া হতে ঝামেলামুক্তকরণ এবং ফুড গ্রেডেড মোড়কে সংরক্ষণের কারণে মাছের গুণগত মান অক্ষুন্ন থাকে। সময় ও শ্রম সাশ্রয় হয়; তাই কর্পোরেশন কর্তৃক ঢাকা শহরে কুটা মাছ বাজারজাত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিশ একাডেমীঃ

উত্তম চর্চাসমূহ

- ১। পেনসন কেইস সময়মত নিষ্পত্তি করণ।
- ২। সময়মত বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ইত্যাদি ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করণ।
- ৩। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করণ।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ

উত্তম চর্চাসমূহ

- ১। পেনসন কেইস সময়মত নিষ্পত্তি করণ।
- ২। সময়মত বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ইত্যাদি ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করণ।
- ৩। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করণ।